ভোরের কাগজ

FEB. 10 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের নেই

সংসদে প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতনভাতা প্রদানের কোনো পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। প্রসঙ্গত, বেসরকারি নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা শতকরা ৯০ ভাগ বেতনভাতা সরকারি কোষাগার থেকেই পেয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদে গতকাল শনিবার প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারি দল বিএনপির সাংসদ শামসুল আলম প্রামাণিকের এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী উপরোক্ত তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের একশ ভাগ বেতনভাতা প্রদানের নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত সরকার নেয়নি। সিদ্ধান্ত হলে এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষকদের তুমুল আন্দোলনের সময় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বেসরকারি শিক্ষকদের একশ ভাগ বেতনভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও এ প্রতিশ্রুতি ছিল।

মিয়া গোলাম পরোয়ারের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের বছরে দুটো উৎসব ভাতা প্রদানের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। হিসাব করে দেখা গেছে, এই ভাতা প্রদানের জন্য ২৩০ কোটি টাকা লাগবে। এ বিষয়ে আমি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তিনি যদি সদয় হন, তাহলে এই উৎসব ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত, শিক্ষামন্ত্রী উত্তর দেওয়ার সময় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় অর্থমন্ত্রী দু কানে হাত দিয়ে এই দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্য শোনা থেকে বিরত থাকেন।

মোশাহেদ হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একটি বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষানীতি করার জন্য বিদ্যমান শিক্ষানীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সরকারের উচ্চপর্যায়ে একটি কমিটি করা হয়েছে। তিনি বলেন, আনাচে-কানাচে কিন্ডার গার্টেন হচ্ছে। এখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা পর্যবেক্ষণ নেই। তিনি বলেন, এমনও কিন্ডার গার্টেন আছে যেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপন্থী শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এরকম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই এগুলো করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সংসদবিষয়ক কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতীয় সংসদে জানান, আগামী ২০০৬ সালে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ জনগণই সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হবে। বর্তমানে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগ।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সন্তানবিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানবিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা সরকারের আছে। চলতি বছর জুলাই মাস থেকে এই উপবৃত্তি প্রদান শুরু করা হবে। দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭৭টি।